০২-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, আগে নিজের প্রতি কল্যাণ করো, তারপর এটা তোমার দায়িত্ব, তোমার পরিবারকে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা দেখানো, এইজন্য তাদেরও উপযুক্ত বানানোর পুরুষার্থ করো"

প্রশ্নঃ - কোন রেসের আধারে তোমরা শিবালয়ের মালিক হবে ?

উত্তরঃ - ফলো ফাদার-মাদার । শুধু এক জন্মের পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । নরক থেকে হৃদয় সরিয়ে নাও । শিববাবা তোমাদের জন্য শিবালয় স্থাপন করছেন, যেখানে তোমরা চৈতন্য রূপে রাজত্ব করবে । তোমরা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকাকালীন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করলে রাজচক্রবর্তীর তিলক লাভ করবে অর্থাৎ শিবালয়ের মালিক হয়ে যাবে ।

গীতঃ - তুমিই মাতা পিতা . . .

ওম্ শান্তি । কিছু না কিছু তোমাদের বলতেই হয়, 'ওম্ শান্তি' অথবা 'শিবায় নমঃ' । তারা বলে, পরমাত্মায়ে নমঃ , আমরা বলি ওম্ শান্তি । এটা হলো নিজের আর বাবার পরিচয় দেওয়া । ভক্তরা সেই মহিমা করে, "ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা" অর্থাৎ তুমি মাতা এবং পিতাও তুমি ...সেক্ষেত্রে তোমরা হলে বাচ্চা । ভক্তরা যাঁর মহিমা ভক্তিমার্গে করে, আজ সেই বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন । তিনি পূর্বেও নিশ্চয়ই সামনে ছিলেন, আবারও একবার তিনি তোমাদের সামনে এখন বসে আছেন । এই ব্যাপারগুলো এখন তোমরা বাচ্চারাই জানো । ভক্ত জানেনা । তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এক এবং অদ্বিতীয়, যাঁর এখন মহিমা হচ্ছে । উঁনি অর্থাৎ বাবা তোমাদের কতো সুখ দিচ্ছেন, যাতে আবারও তোমরা ২১ জন্ম দুঃখী হবেনা । এমন বাবার সামনে তোমরা বসে আছ । তোমরা জানো যে ইঁনি তোমাদের বেহদের বাবা এবং তিনি আমাদের স্বর্গসুখ দেওয়ার জন্য সার্ভিস করছেন । বাবা সর্বদা বাচ্চা রচনা করেন, তাদের সেবা করে উপযুক্ত বানান । বাবা যেন বাচ্চাদের গোলাম হয়ে যান । লৌকিক বাবাও তার বাচ্চাদের পালনা দিতে অনেক মেহনত করে । দিনরাত এই চিন্তা থাকে, বাচ্চাদের সেবা করে তাদের উপযুক্ত বানায় । সে হদের রচনার গোলাম । ইঁনি হলেন বেহদের বাবা । ইঁনি বলেনও, বাচ্চারা, পূর্ণরূপে ফলো করো আর তোমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে স্বর্গের মালিক হও । বাচ্চাদের প্রতি সবসময় ক্ষমাশীল হতে হয় । সেনসিবল বাবা বলবে, কেন না আমার সাথে বাচ্চাদেরও প্রকৃত এই আয় উপার্জনে সক্ষম করে তুলি ! অর্ধকল্প অবধি লৌকিক বাচ্চাদের স্থূল পালনা দেওয়া হয়েছে । তারা বাচ্চাদের পালনা দিয়ে বড় করেছে, উপযুক্ত বানিয়েছে । তারা বাচ্চাদের জন্য উইল তৈরি করে, ব্যস্ ! তারপর দেহ ছেড়ে দেয় আর গিয়ে অন্য জন্ম নেয় । তারা হদের বাবা আর এখানে, ইঁনি বেহদের বাবা । তারা হদের ব্রহ্মা, রচনা রচন করে আর তারপর তাদের গোলাম হয়ে যায় । তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এটা নিশ্চিত করতে যে তাদের বাচ্চারা না কোথাও কুসঙ্গে খারাপ হয়ে যায় এবং তাদের না বদনাম করে । যতই হোক, সেটা হলো স্বল্পকালীন সুখ । তারা জানেনা, তাদের বাচ্চা সুপুত্র হবে না কুপুত্র হবে !কেউ কেউ এমন কুপুত্র হয় যে সবকিছু নষ্ট করে ফেলে । তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের বাবার সম্পত্তি একেবারে উড়িয়ে বরবাদ করে দেয় । এই কারণে খুব সামলে চলতে হয় । বেহদ বাবার কত ব্যগ্রতা ! তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকার নাও আর তোমাদের নিজের রচনাকে উত্তরাধিকার দাও । কিন্তু, তাও যদি বাচ্চা অনুপযুক্ত হয় তো বাবার কথা মানেনা । বাবা বলেন, পড়ো , কিন্তু তারা পড়েনা । পবিত্র

হয়না । কোনোমতে কোটির মধ্যে কেউ, আর কেউ-এর মধ্যেও কেউ আজ্ঞাকারী বেরোয় । এখানে তোমরা শ্রীমৎ পাও । 'তুমি মাতাপিতা' , শুধু এই 'এক' -এরই মহিমা । যেমনই হোক, না জানার কারণে মানুষ কৃষ্ণের সামনে, লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে বলবে, 'তুমি মাতাপিতা'... এটাও অন্ধশ্রদ্ধা । লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁদের প্রারব্ধ ভোগ করেন । তাঁদের নিজেদের বাচ্চা আছে । তাহলে কিভাবে আমরা তাঁদের মাতাপিতা বলতে পারি ! বাস্তবে, এই মহিমা 'এক' -এরই । তোমরা গীতে শুনেছ, উঁচু থেকেও উঁচু শিববাবা । সবার সদগতি দাতা, একমাত্র তিনিই সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যান । সুতরাং এমন বাবার শ্রীমতে তো চলাই উচিৎ । তারা বোঝে যে শুধুমাত্র মাতাপিতার থেকেই ২১ জন্মের অফুরন্ত সুখ তারা লাভ করে । তবুও অতিকষ্টে কেউ কেউ এমন শ্রীমৎ মেনে চলে । তোমরা অতি শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার লাভ করো । বাবা বলেন, তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য আমি হাতের করতলে স্বর্গ নিয়ে এসেছি । যখন তোমরা শ্রীমতে চলো, তোমরা সুযোগ্য হয়ে ওঠো । প্রতি পদে তোমাদের শ্রীমৎ নিতে হবে । তাঁর মতে যদি না চলো তো উঁচু পদ লাভ করায় অসমর্থ থেকে যাবে । স্বর্গে যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, সেটা কেউ জানেই না । আগে আমরাও বলতাম, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে অথবা, সন্ন্যাসীদের কারও মৃত্যু হলে তারা বলবে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলে গেছে । যেমনই হোক, সেখানে কেউ যায়না । জীবনমুক্তি বা মুক্তি দাতা এক এবং একমাত্র বাবা, তিনি না আসা পর্যন্ত কেউ যেতে পারেনা । সেটা নিরাকার দুনিয়া । নিরাকার আত্মারা এবং নিরাকার বাবা ওখানে থাকেন, যাকে বলাও হয় পরমধাম । যাদের সায়েন্সের দাম্ভিকতা আছে, তারা মনে করে এখানে জন্ম নিয়ে এখানেই তাদের মৃত্যু । সৃষ্টিচক্র সম্বন্ধে কারও জানা নেই । সর্বব্যাপী সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারেনা । তোমরা এখন বাবাকে খুঁজে পেয়েছ । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এখন ফিরে চলো । কল্প পূর্বের মতো সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি । তোমরা সব আত্মাদের মধ্যে খাদ পড়েছে । সব আত্মা এবং তাদের দেহ আয়রণ এজেড হয়ে গেছে । তাদের আবারও সতঃপ্রধান হতে হবে । তোমরা আত্মারা যখন সতঃপ্রধান ছিলে, তখন গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ড ছিল । পবিত্র আত্মার খাঁটি সোনার মতো শরীর ছিল । তাদের প্রকৃত অলঙ্কার বলা হতো । দেখ! এখন কি হয়ে গেছে ! এমনকি এক পার্সেন্টও খাঁটি সোনা নেই । খাদ মিশে গেছে । বাবা এখন বলেন, "একমাত্র আমাকে, তোমাদের বাবাকে, স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হতে থাকবে আর আত্মাও উড়তে শুরু করবে" । ওড়ার পাখাগুলো এখন ভেঙে গেছে । তোমরা যেমন পুরুষার্থ করবে, সেই অনুযায়ী পদ প্রাপ্ত করবে । এই পঠন-পাঠন কত শ্রেষ্ঠ ! ভগবানুবাচঃ, "আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, যা থেকে তোমরা রাজাধিরাজ হবে" । বিকারী পূজারী রাজাদেরও তোমরা পূজ্য হবে ।

গায়ন আছে, ,নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী । তোমরা জানো যে তোমরা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে এবং সেই তোমরাই আবার পরে পূজ্য চন্দ্রবংশী হয়েছিলে । আমরা সেই পূজ্যই, পূজারী হই । বাবা এসে আমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাচ্ছেন । ব্রহ্মার তথা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের রাত্রি এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । রাত কবে থেকে আরম্ভ হয় তা' শাস্ত্রবাদীরা জানেনা । ব্রহ্মার দিন সত্যযুগ ত্রেতা, দ্বাপর থেকে রাত্রির শুরু । এইসব বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে আমরা আবার নতুনভাবে রাজ্যভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করবো । সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না । সেখানে প্রারব্ধভোগ থাকবে । সেখানেও তোমরা তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করো । কিন্তু সেটা এই সময়ের প্রারব্ধ যা ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে । সমগ্র নাটক ভারতের ওপরে আধারিত । সত্যযুগে যে দেবী-দেবতাদের রাজ্য বিদ্যমান ছিল তা' এখন আসুরিক হয়ে গেছে । প্রজাদের ওপরেই প্রজাদের রাজত্ব । বাবা বলেন, "বাচ্চারা, হিয়ার নো ঈভিল, সী নো ঈভিল" ... তারা বাঁদরের চিত্র প্রদর্শন করে । এই সময় মানুষ বাঁদরের মতো হয়ে গেছে, সেইজন্য তারা বাঁদরের মুখ দেখায়, কিন্তু এটা এই

সময়ের । একেই বলা হয় চরম খাই, নরক । বিষাক্ত বিছের মতো পরস্পরকে হুল ফুটিয়ে আঘাত করে অর্থাৎ বিষম বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তির মতো পরস্পরকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা দেয় । এমনকি বাচ্চারা বাবাকেও খুন করে দেয় । মায়া সবাইকে ডার্টি (কালিমালিপ্ত ) বানিয়ে দিয়েছে । ভারত হেভেন ছিল, এখন হেল-এ পর্যবসিত হয়েছে । ৮৪ জন্ম ভারতবাসীর । বাবা বলেন, আমি কতো বোঝাই তোমাদের । তিনি বলেন, "আই অ্যাম্ মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার । ফাদার সার্ভেন্ট, টিচার সার্ভেন্ট, গুরু সার্ভেন্ট । এখন আমি এসেছি । পান্ডারাও যাত্রীদের সার্ভেন্ট হয় - তাদের রাস্তা দেখায় । এখন তোমরা সব বাচ্চাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি গাইড হয়েছি । আমি তোমাদের লিবারেট করি । হিস্ট্রি অবশ্যই রিপিট হবে । গ্রন্থেও বলা হয়েছে, 'আমি সত্য, যা কিছু হয় তা' সত্য ...ঈশ্বর নিরাকার' " . . . এ হলো ঈশ্বরের মহিমা । একদিকে তারা বলে, তিনি অযোনি অর্থাৎ জন্মের ঊর্ধ্বে, অন্যদিকে বলে তিনি সর্বব্যাপী । যেদিক পানে চাই শুধু তুমি আর তুমি । আমরা এখানে এসেছি উপভোগ করতে - অনেকেই এইরকম বলে । এখন বাবা বলেন, এইসব চিন্তাধারা তোমাদের ডুবিয়ে দেবে । সর্বব্যাপীর অস্পষ্ট ধারণা তোমাদের ডুবিয়ে দেয় । বাবা কতো বোঝান ! কেউ কেউ তো খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চয় করে নেয়, বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে । এঁনার মতো সুইট ফাদার তোমরা আর কাউকে পাবেনা । ইঁনিই স্বর্গ স্থাপনকারী বাবা । যখন আমরা বাবাকে পেয়েছি তখনই আমরা স্বর্গের মালিক হয়েছি । এমন বাবাকে অতি দ্রুত নিজের করে নেওয়া উচিৎ । আমি বাচ্চাদের চাই, যারা পূর্ব কল্পে আমার হয়েছিল, তারাই এসে সুযোগ্য বা অযোগ্য হবে, যেমন পূর্ব কল্পে হয়েছিল । মাতাদের এবং বাচ্চাদের দায়িত্ব ক্রিয়েটর বাবার উপরে । তাঁরই দায়িত্ব বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক বানানোর । সবার আগে নিজের প্রতি সদয় হও । এমন নয় যে বাবা কৃপা করবেন আর সব লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে ! এটা বড় পরীক্ষা । মাত্র আটেরই স্কলারশিপ লাভ হয় । তারপর ১০৮, লটারী হয়, তাই না ! বাবা বলেন, দেহের সাথে দেহ-সম্বন্ধিত যাকিছু আছে, সব ভুলে যাও । নিজেকে অশরীরী মনে করো এবং আত্মা নিশ্চয় করো । এমন তো নয় যে তোমরা পরমাত্মা । তারা বলে, যে আত্মা সেই পরমাত্মা । মনে ভাবে, আত্মা পরমাত্মাতে লীন হবে । যতক্ষন লীন না হয়ে যায় ততক্ষন আত্মাকে পরমাত্মা বলা যাবেনা । যাই হোক, কোনো আত্মাই পরমাত্মাতে লীন হয়না । এই ড্রামা অনাদি, পূর্ব নির্ধারিত । পাঁচ -ছ' কোটি অ্যাক্টর আছে । সব অ্যাক্টর তাদের নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে, সেই ভূমিকা তাদের পালন করতে হবে । সব আত্মার মধ্যে ইমর্টাল পার্ট অন্তর্ভুক্ত করা আছে । বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারেনা । বাবা এসে তোমরা সব বাচ্চাদের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়ে ত্রিকালদর্শী বানান । ছবিতে দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয় । বাস্তবে, তৃতীয় নয়ন না আছে দেবতাদের, না আছে শূদ্রের । ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের তৃতীয় নয়ন আছে যা দিয়ে তোমরা সবার অক্যুপেশন জানো । সত্যখন্ড এবং অসত্য খণ্ডের অবস্থাও জানতে পারো । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থ অনুযায়ী নম্বরক্রম আছে । এটা পাঠশালা, এর মধ্যে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই । তোমাদের জীবিকা নির্বাহের কাজকর্ম করতে থাকো, কেবলমাত্র নিজের বাবাকে আর স্বর্গকে স্মরণ করো তো রাজচক্রবর্তীর তিলক লাগবে । আত্মাই স্মরণ করে । আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে । বাবা আত্মাদের সাথেই কথা বলেন । "আমি তোমাদের বাবা" । কল্প পূর্বেও তোমরা উত্তরাধিকার নিয়েছিলে । তোমরা সূর্যবংশী রাজ্য শাসন করেছ । তারপরে চন্দ্রবংশীতে গেছ । কলা ক্রমশঃ কমতে কমতে তোমরা বৈশ্য, তারপরে শূদ্র হয়েছ । এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে যে নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । "আমাকে স্মরণ করো, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে" । যদি শ্রীমৎ তোমরা অনুসরণ না করো আর দেহ-অভিমানী হও, তবে চোট লাগবে । তখন বৃহস্পতির দশা পরিবর্তিত হয়ে রাহুর দশা আসবে । যদি তোমরা বাবাকে ত্যাগ করো তো চরম নরকবাসী হবে । বাবা বলেন, উঁচু পদ পেতে হলে রেস করো । এখন যদি তোমরা উঁচু পদ

পাও, তবে প্রতি কল্পে পেতে থাকবে । শুধু এক জন্মের জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করলে ২১ জন্ম স্বর্গের মালিক হতে পারবে । এখন নরক থেকে মন সরিয়ে নাও । শিববাবা তোমাদের জন্য শিবালয় স্থাপন করছেন, যেখানে তোমরা চৈতন্য দেবতারা রাজ্য করবে । তাহলে, শিবালয়ের মালিক হতে চাও ? ফলো মাদার-ফাদার । যাকিছু আছে সব তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য । রাজাও তোমরাই হবে, তোমরাই ছিলে । এখন তোমরা ভিখারী হয়েছ । এইসব অন্য ধর্মের বিষয় নয় । এটা দেবী-দেবতা ধর্মের, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, এইজন্য হিন্দুদের সংখ্যা কম হয়ে গেছে । নয়তো, ভারতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিৎ । তোমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন ! কত মনোযোগ দেওয়া উচিৎ ! এটা অতি ওয়ান্ডারফুল স্টাডি । বয়স্ক বাচ্চা অল্পবয়সী সবাই পড়ে । এমনকি, যারা অসুস্থ তারাও পড়তে পারে । যদি তোমরা বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ না করো তো মায়া তোমাকে থাপ্পড় মারবে । ব্লাড দিয়ে লিখে দেওয়া উচিৎ আমি দিনরাত বাবাকে স্মরণ করবো । আমি শিববাবার হাত শক্ত করে ধরে রাখবো । বাবা যা বলবেন, আমি তাই করবো । শিববাবা বলেন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করো । আর তারপরে তার থেকে দু'মুঠো শিববাবার সার্ভিসে লাগিয়ে দাও এবং এটার রিটার্ণে তুমি এত লাভ করবে যা বিত্তবান ব্যক্তি লাখ দিয়ে যা লাভ করে তার সমান হবে । প্রত্যক্ষফল লাভ হবে । আচ্ছা ।

মাতাপিতা বাপদাদার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) দেহ তথা দেহের সর্ব সম্বন্ধ ভুলে অশরীরী আত্মা হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । বাবার থেকে শ্রীমৎ নিয়ে প্রতি পদে চলতে হবে ।

২) পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে । দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে যে "দিনরাত এক বাবারই স্মরণে থাকবো এবং বাবা যা বলবেন তা' অবশ্যই করবো" । হিয়ার নো ঈভিল, সী নো ঈভিল (না মন্দ দেখ, না মন্দ শোনো) ।

বরদানঃ - সেবা এবং যেকোন ডিউটি পালন করাকালীন নিজেকে সেবাধারী মনে করে ডবল ফলের অধিকারী ভব

যেকোন কার্য করার সময়, দফতরে (অফিস ) যাওয়া অথবা তোমার বিজনেস চালাতে গিয়ে সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে, সেবার জন্য তোমরা এই ডিউটি করছ । সেবার নিমিত্ত এই কাজ করছি, তখন নিজে থেকেই সেবা তোমার কাছে আসবে আর যত সেবা করবে ততই খুশি বাড়তে থাকবে । তোমার ভবিষ্যতের জন্য তো জমা হবেই, উপরন্তু খুশির প্রত্যক্ষফল লাভ করবে । সুতরাং তোমরা ডবল ফলের অধিকারী হয়ে যাবে । স্মরণ আর সেবায় বুদ্ধি যদি বিজি থাকে, তোমরা সদাই ফল খাবে ।

স্লোগানঃ - যারা নিরন্তর খুশি থাকে তারা নিজেদের আর অন্য সকলের প্রিয় হয় ।